জাতীশ্বর

সুমন চট্টোপাধ্যায়

অমরত্বের প্রত্যাশা নেই, নেই কোন দাবী-দাওয়া
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকে চাওয়া
মুহূর্ত যায় জন্মের মত অন্ধ জাতীশ্বর
গত জন্মের ভুলে যাওয়া স্মৃতি বিস্মৃত অক্ষর।
ছেঁড়া তাল পাতা পথের পাতায় নিঃশ্বাস ফেলে হাওয়া
এই নশ্বর জীবনের মানে শুধু তোমাকে চাওয়া ॥

কাল-কেউটের ফঁনায় নাঁচছে লক্ষীন্ধরের স্মৃতি
বেঁহুলা কখনো বিধবা হয় না এটা বাংলার রীতি।
বেশে যায় বেলা, এ বেলা ও বেলা একই শব দেহ নিয়ে
আগেও মরেছি আবার মরব প্রেমের দিব্যি দিয়ে ॥

জন্মেছি আমি আগেও অনেক মরেছি তোমারই কোলে
মুক্তি পাইনি শুধু তোমাকেই আবার দেখবো বলে।
বার বার ফিরে এসেছি আমরা এই পৃথিবীর টানে
কখনো ডাংঘর কখনো কোপাই কপোতাক্ষর টানে
ডাংঘর হয়েছে কখনো কাবেরী কখনো বা মিসিসিপি
কখনো রাঈন, কখনো কঙ্গো নদীদের স্বরলীপি।
স্বরলীপি আমি আগেও লিখিনি এখনো লিখিনা তাই
মুখে মুখে ঘেরা মানুষের গানে শুধু তোমাকে চাই ॥

তোমাকে চেয়েছি ছিলাম যখন অনেক জন্ম আগে
তথাগত তাঁর নিঃসঙ্গতা বিলেন অন্তরাগে
তাঁরই করুণায় বিখারিনী তুমি হয়েছিলে একা একা
আমিও কাঙ্গাল হলাম আরেক কাঙ্গালের থেকে দেখা।
নতজানু হয়ে ছিলাম তখনো, এখনো যেমন আছি
মাধবরী হও নয়ন মোহিনী স্বপ্নের কাছাকাছি।
ঠোঁটেঠোঁট রেখে ব্যারিকেট কর প্রেমের পদ্মটাই
বিদ্রোহ আর চুমুর দিব্যি শুধু তোমাকে চাই ॥

আমার স্বপ্নে বিভোর হয়েই জন্মেছ বহুবার
আমি ছিলাম তোমার কামনা বিদ্রোহ চিৎকার
দুঃখ পেয়েছ যতবার যেন আমায় পেয়েছ তুমি
আমিই তোমার পুরুষ, আমিই তোমার জন্মভূমি।
যতবার তুমি জননী হয়েছ ততবার আমি পিতা
কত সন্তান জ্বালালো প্রেয়সী তোমার-আমার চিতা
বার বার আসি আমরা দু'জন বার বার ফিরে যাই
আবার আসব আবার বলবো শুধু তোমাকেই চাই।
বার বার আসি আমরা দু'জন বার বার ফিরে যাই
আবার আসব আবার বলবো শুধু তোমাকেই চাই ॥